মেহেরপুরে জিহাদি বইসহ ২ জামায়াত নেতা আটক

সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে স্থানীয় জামায়াতের ২ নেতাকে আটক করেছে। এসময় তাদের কাছ থেকে জিহাদি বই, দলীয় মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্র জব্দ করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ মে) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে সদর উপজেলার হিজুলী গ্রামের আব্দুল জব্বারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলেন-হিজুলী গ্রামের মৃত নবীর উদ্দীন মালিথার ছেলে ফয়জুল মালিথা (৫৫) ও ছবেদ আলীর ছেলে সাবের আলী (৫০)।
মেহেরপুর সর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, সরকার বিরোধী নাশকতার লক্ষ্যে হিজুলী গ্রামের আব্দুল জব্বারের বাড়িতে গোপন বৈঠক চলছিল। গোপনে সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জামায়াতে অন্যান্য নেতাকর্মীরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে ২জনকে আটক করা হয়েছে।
এসময় ঘটনাস্থল থেকে বস্তায় রাখা বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই ও মাসিক কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ উদ্ধার করা হয়।
পালিয়ে যাওয়া নেতাকর্মী-সমর্থকদের আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আটকৃকৃতদের আজ মঙ্গলবার (১৭ মে) মেহেরপুর আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার স্ট্যান্ড রিলিজ

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন অফিসার কবির উদ্দীনকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গল (১৭ মে) সকালের দিকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচীব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান তাকে স্ট্যান্ড রিলিজের এ আদেশ দেন। নির্বাচন অফিসার কবির উদ্দীনকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং মিরপুরের নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তিকে

মেহেরপুর সদরে নির্বাচন অফিসার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের স্বারক নং ১৭,০০,০০০০,০১৫,১৯,০০১, ২২,২৮০ প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচীবলায়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হলো।
উল্লেখ্য, আগামী ১৫ জুন মেহেরপুর পৌর সভা নির্বাচনে কবির উদ্দীন সহকারী রিটার্র্নিং অফিসারের দায়ীত্বে ছিলেন।

গাংনীতে গ্রাহকের সাথে অসাদাচারণ করায় এনজিও সংস্থা উদ্দীপনের মাঠ কর্মীকে পিটিয়েছে

গ্রাহকদের সাথে অসাদাচারণের অভিযোগে এনে বেসরকারী সংস্থা উদ্দীপনের মাঠ কর্মী মাজেদুল ইসলামকে (২৫) পিটিয়েছে স্থানীয়রা। সামেদুল ইসলাম উদ্দীপন সংস্থার গাংনী অফিসের মাঠ কর্মী।

সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। তবে, ঋণদান সংস্থা উদ্দীপনের গাংনী উপজেলা শাখার ব্যবস্থাপক রাজু জানান, ধানখোলা গ্রামের এক গ্রাহককে ঋণ দিতে না চাইলে স্থানীয় কিছু যুবকের সাথে মাঠকর্মী সামেদুল ইসলামের কথাকাটাটি হয়। একথাকাটির জের ধরে মারপিট করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, উদ্দীপনের অপর মাঠ কর্মী আহসান ইমাম গ্রাহকদের সাথে প্রতিনিয়ত অসাদাচারণ করে আসছেন। এব্যাপারে উদ্দীপনের চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপককেও জানানো হয়েছে। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

চুয়াডাঙ্গায় আসছিলাম। আলমডাঙ্গা শহরে লালব্রিজের অদূরে পৌছালে রেললাইনের উপর বসে কানে হেডফোন লাগিয়ে সেলফি তুলছিল ওই কিশোর।

ট্রেনটি দূর থেকে হর্ণ দিলেও কিশোর টের পাইনি। ট্রেনের ধাক্কায় দূরে ছিটলে পড়ে। পরে ট্রেনটি একটু দূরে থেমে যায়। ট্রেন থেকে নেমে ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই স্থানীয়রা কিশোরকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যায়। প্রায় ৩০ মিনিট পর ট্রেনটি খুলনার উদ্দেশ্য ছেড়ে যায়।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলর খন্দকার মুজিবুল হক বলেন, হৃদয় টিকটক ভিডিও করে। রেললাইনের পাশে, ট্রেন আসার সময়, লালব্রিজে উঠেও সেলফি, টিকটক করে। ড্রেনের কাজে জোয়ালে হিসেবে কর্মরত ছিল। লালব্রিজের নিকট তাবু টানিয়ে থাকে তারা। হয়তো বিকেলে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনার সময় এদূর্ঘটনা ঘটতে পারে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, রেললাইনের উপর বসে হেডফোনে গান শুনছিল। অসাবধানতায় ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, কিশোরের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, সাথে বমিও করছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. আশরাফুল আলম বলেন, হৃদয় শঙ্কামুক্ত নয়। মাথায় ইনজুরি হয়েছে। চার হাত-পা নাড়াতে পারছেনা। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

অর্থের অভাবে শিক্ষার্থীদের

যাতে লেখাপড়ায় কোন সমস্যা না হয় এজন্য এগিয়ে আসতে হবে

কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান বলেছেন, অর্থের অভাবে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের যাতে লেখাপড়ায় কোন সমস্যা না হয় এজন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সর্বপ্রথম মানুষ হতে হবে। সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে।
সোমবার সকালে কুষ্টিয়ায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে বই প্রদানকালে তিনি একথা বলেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। বড় চাকরি কিংবা বড় মানুষ হলে হবে না, বড় মনের মানুষ হতে হবে। আমাদের দেশের জন্য কাজ করতে হবে। দেশের মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে।

পরে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের অর্থায়নে শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেন জেলা পরিষদ কুষ্টিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুন্সী মোঃ মনিরুজ্জামান।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় প্রকাশ্য যুবককে কুপিয়ে জখম

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় প্রকাশ্য দিবালোকে রিপন আলী (৩০) নামে এক যুবককে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা শহরের কোচ স্ট্যান্ডের পিছনে রেললাইন এর উপরে প্রকাশ্যে এ জখমের ঘটনা ঘটে। রক্তাক্ত জখম রিপন আলীর অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল

হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। এঘটনায় চাঁদগ্রাম এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভেড়ামারা থানা ও এলাকাবাসী সুত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা শহরের কোচ স্ট্যান্ডের পিছনে রেললাইন এর উপরে প্রকাশ্যে দিবালোকে রিপন আলী নামের ১ জনকে ধারালো দেশীয় অস্ত্র দ্বারা কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

এলাকাবাসী মূমুর্ষ অবস্থায় রিপন আলীকে উদ্ধার করে ভেড়ামারা হাসপাতালে নেওয়া হলে তার অবস্থা আশংকাজনক হলে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

রিপন আলীর দুই পা জখম হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসী সায়েম নামে একজন কে আটক করে ভেড়ামারা থানা পুলিশের নিকট সোর্পদ করেছে। এঘটনায় চাঁদগ্রাম এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, সায়েম নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে এবং বাঁকীদের কে গ্রেফতার এর চেষ্টা চলছে। অভিযান এবং প্রকৃত দোষীদের কে শনাক্ত করণে তদন্ত চলছে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে মুঞ্জিয়ারা খাতুন ডলি (২৮) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার দুপুরে উপজেলার রিফায়েতপুর ইউনিয়নের সোনাইকান্দি মাঠ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত গৃহবধু একই ইউনিয়নের শিতলাইপাড়া গ্রামের মিনহাজ উদ্দিনের স্ত্রী এবং আলাউদ্দিনের মেয়ে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম জাবীদ হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, সোনাইকান্দি মাঠে একটি গাছের সাথে গৃহবধূ ডলির লাশ ঝুলতে দেখে দৌলতপুর থানা পুলিশকে খবর দেয় এলাকাবাসী।

খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা ময়নাতদন্ত শেষে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানান ওসি) এসএম জাবীদ হাসান।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০২১-২২ অর্থ বছরে শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে এক কোটি ২১ লাখ টাকার টেন্ডারে স্বাক্ষর জালিয়াতি করে নিজের পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে। টেন্ডার কমিটির ৬ সদস্যের মধ্যে দুইজন সদস্য তাদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন।
এরা হলেন, গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ইঞ্জিনিয়ার ফয়সাল হোসেন ও তৎকালিন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন। এছাড়া সিভিল সার্জন অফিসের চিকিৎসক ডাঃ ফয়সাল হারুনের স্বক্ষরও জালিয়াতি করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে।
৬ সদস্যের টেন্ডার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন, মেডিকেল অফিসার মারুফ হাসান, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফয়সাল হারুন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ ফেরদৌস পারভেজ।
তবে যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়ার শুরুতেই হাসপাতালের আর.এম.ও ডাঃ মোহাম্মদ খোকন রেজার নাম ছিলো থাকলেও টেন্ডারের মাঝখানে তার নামটিও পরিবর্তন করে অন্য এক চিকিৎসককে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার বানিয়ে কমিটিতে নাম দেওয়া হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তথ্যানুযায়ি ২০২১ সালের ২৩ আগস্ট গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ২০২১-২২ অর্থ বছরের চিকিৎসা শল্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (এম.এস.আর) খাতে পত্রিকায় একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। পরে ৯ জন ঠিকাদার টেন্ডার জমা দেন।

সেখানে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে ঢাকার মেসার্স আইয়ান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, মেহেরপুরের জোহা এন্টার প্রাইজ, ঢাকার সাহিদা ট্রেডার্স ও মেসার্স আরিয়া ট্রেডার্সের সর্বনিম্ন ও সমদরের তালিকা তৈরি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। অভিযোগ রয়েছে, স্বাক্ষর জালিয়াতি করে ঐ কর্মকর্তা তার পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাওয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।

তবে, বিষয়টি নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর জাল নয় বলে দাবি করলেও পরে তিনি ভূল স্বীকার করে আর একটি কাগজ দেখান। যেখানে ঐ কমিটির দুইজন সদস্য হাসপাতালের কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ফেরদৌস পারভেজের স্বাক্ষর রয়েছে।
দাবি করা হয় দুই জনের স্বাক্ষর দিয়ে তারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছেন। অন্য কেউ হয়তো ৬ জনের স্বাক্ষর করেছেন। দুই জনের স্বাক্ষর দিয়ে টেন্ডারের কাগজ পাঠানো যায় কিনা তার কোন সদুত্তোর দিতে পারেননি তিনি।
সাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় ঐ টেন্ডার প্রক্রিয়া কমিটির সদস্য গাংনী উপজেলা এলজিইডি’র প্রকৌশলী ফয়সাল হোসেন বলেন, এ স্বাক্ষর আমার হতে পারেনা। কারণ আমি স্বাক্ষর করার পর তারিখের জায়গায় কখনই ডট ব্যবহার করিনা। তাছাড়া স্বাক্ষরটিও আমার সাক্ষরের সাথে মিল নেই। কেউ আমার স্বাক্ষর জালিয়াতি করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হুশিয়ারিও দেন তিনি।
ঐ কমিটির অপর সদস্য গাংনী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাঃ আলাউদ্দীন বলেন, এপ্রিলের আগেই আমি গাংনী উপজেলা থেকে মুজিবনগর উপজেলায় বদলি হয়ে এসেছি। আর এ স্বাক্ষরও আমার করা নয়। আমার স্বাক্ষরের সাথে বেশ কয়েক জায়গায় অমিল রয়েছে।
কমিটির সদস্য ডাঃ ফয়সাল হারুন বলেন, দেখে মনে হচ্ছে এটি আমার স্বাক্ষর। তবে ১৬ এপ্রিল আমি কোন কাগজে স্বাক্ষর করেছি কিনা তা মনে করতে পারছিনা।
উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আশরাফুজ্জামান লিটন ভুল স্বীকার করে বলেন, আমার কাছ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

দ্রুত কাগজটি চেয়েছিলো। আমি উপস্থিত দুইজনের স্বাক্ষর করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পাঠিয়েছি। তারপর কি হয়েছে আমার কিছুই জানা নেয়। শুধুমাত্র দুইজনের স্বাক্ষর করে এমন কাগজপত্র পাঠানো যায় কিনা এমন পশ্নের জবাবে কোন সদুত্তোর মেলেনি।
অন্যদিকে ডাঃ খোকন রেজাকে কেন কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঐ চিকিৎসক হাসপাতালে আবাসিক মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব পালনকালে বিনা ছুটিতে এক মাস উপস্থিত ছিলেননা। তাই তাকে না জানিয়ে কাজের সুবিধার্থে তার নাম বাদ দিয়ে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসারের নাম কমিটিতে রাখা হয়েছে। সিভিল সার্জন ডাঃ জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন, বিষয়টি আমি শুনেছি। টেন্ডার প্রক্রিয়াটির বিষয়টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের ব্যাপার। আমার কাছে কোন লিখিত অভিযোগ আসলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যাবস্থ্য গ্রহণ করবো।

৩২০ বস্তা ফিড জব্দ, কারখানা সীলগালা

গাংনী উপজেলার ইকুড়িয়া এইচবি ক্যাটল ফিড মিলের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় সীলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। এসময় ক্যাটল ফিড মিলের মধ্যে থেকৈ বিভিন্ন কোম্পানীর ক্যাটল ফিডসহ ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চালানোর সময় মিল মালিক হযরত আলী পলাতক ছিল।
আজ সোমবার (১৬ মে) দুপুরের দিকে এ অভিযান চালান তিনি।
এসময় গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আলাউদ্দীন ও গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম উপস্থিত ছিলেন।
ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, এইচ বি ক্যাটল ফিড মিলে অবৈধভাবে পোলট্রি খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের কথা টের পেয়ে কারখানার মালিক হজরত আলী পালিয়ে যায়।
কারখানাটির প্রয়োজনীয় বৈধ কোন কাগজপত্র নেই। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানীর ফিড পাওয়া গেছে যা সম্পুর্ণ বেআইনী।

বিধায় ৩২০ বস্তা ফিড জব্দ করা ছাড়াও কারখানাটি সীলগালা করা হয়েছে। তলব করা হয়েছে কারখানার মালিককে।